মুহকামাত আয়াত

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে "মুহকামাত আয়াত" মূল তিনটি অক্ষর "হা", "ক্বাফ" "মীম" দ্বারা গঠিত শব্দ সমুহ ১৩টি নির্গত ফরমে কোরআন মজীদে মোট ২১০ বার এসেছে।

"মুহকামাত" শব্দের অর্থ "সুস্পষ্ট"।

পবিত্র কুরানুল কারীমে ইরশাদ হচ্ছেঃ

সুরা ৩ আল ইমরান, আয়াতঃ ৭

তিনি ই তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যার কিছু আয়াত 'মুহকাম', এইগুলি কিতাবের মূল; আর অন্যগুলি 'মুতাশাবিহ্',যাদের অন্তরে সত্য-লংঘন প্রবণতা রয়েছে শুধু তারাই ফিত্না এবং ভূল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহাতের অনুসরণ করে। আল্লাহ ছাড়া কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যাদের জ্ঞানের গভীরতা আছে, তারা বলে, আমরা এটা বিশ্বাস করি,

সবই আমার প্রতিপালকের কাছ থেকে এসেছে ; এবং বোধশক্তিসম্পন্নরা ছাড়া অন্য কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না।

هُوَ الَّذِیۡۤ اَنۡزَلَ عَلَیۡكَ الۡكِتٰبَ مِنۡهُ اٰیٰتٌ مُّحۡكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ
الۡكِتٰبِ وَ اُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِیۡنَ فِیۡ قُلُوۡبِهِمۡ زَیۡغٌ
فَیَتَّبِعُوۡنَ مَا تَشَابَهَ مِنۡهُ ابۡتِغَآءَ الۡفِتۡنَةِ وَ ابۡتِغَآءَ تَاۡوِیۡلِهٖ ۚ وَ
مَا یَعۡلَمُ تَاۡوِیۡلَهٗۤ اِلَّا اللّٰهُ ۘ وَ الرّٰسِخُوۡنَ فِی الۡعِلۡمِ یَقُوۡلُوۡنَ اٰمَنَّا
بِهٖ ۙ كُلٌّ مِّنۡ عِنۡدِ رَبِّنَا ۚ وَ مَا یَذَّكَّرُ اِلَّاۤ اُولُوا الۡاَلۡبَابِ ۝

তিনি সেই সত্তা যিনি নাযিল করেছেন তোমার প্রতি আল কিতাব, যার কিছু আয়াত "মুহকাম" সেগুলোই এই কিতাবের মূল; বাকীগুলো "মুতাশবিহ"।যাদের অন্তরে বক্রতা আছে ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তারা পিছু নেয় "মুতাশবিহ আয়াত সমূহের এবং সেগুলোর "তা'বিল"(ব্যাখ্যা) সন্ধানের কাজে নিয়োজিত হয়। অথচ কেউ জানে না সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ ছাড়া। যারা জ্ঞানের গভীরতা রাখে তারা বলেঃ আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি, সবগুলোই আমাদের রবের নিকট থেকে(অবতীর্ণ)"। আসলে বুঝার লোকেরা ছাড়া কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না।

"মুহকাম "পাকাপোক্ত জিনিসকে বলা হয়। এর বহুবচন "মুহকামত"।" মুহকামত" আয়াত যে গুলোর ভাষা একেবারেই সুস্পষ্ট, সে গুলোর অর্থ নির্ধারণ করার ব্যাপারে কোন প্রকার সংশয় সন্দেহের অবকাশ থাকে না। যে শব্দগুলো দ্ব্যার্থহীন শব্দ উপস্থাপন করে এবং সেগুলোর অর্থ বিকৃত করার সুযোগ লাভ করা বড়ই কঠিন। এ আয়াতগুলো কোরআনের আসল বুনিয়াদ। অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে কোরআন নাযিল করা হয়েছে এ আয়াতগুলো সে উদ্দেশ্য পূর্ণ করে। এ আয়াত গুলোর মাধ্যমে দুনিয়াবাসীকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানানো হয়েছে এগুলোতেই শিক্ষা ও উপদেশের বর্ণিত হয়েছে। ভ্রষ্টতার গলদ তুলে ধরে সত্য-সঠিক পথের চেহারা সুস্পষ্ট করা হয়েছে। দ্বীনের মুলনীতি এবং আকিদা-বিশ্বাস, ইবাদত, চরিত্রনীতি, দায়িত্ব-কর্তব্য, ও আদেশ-নিষেধের বিধান এ আয়াতগুলোতেই বির্নিত হয়েছে। কাজেই কোন সত্যানুসন্ধানী ব্যাক্তি কোন পথে চলবে, কোন পথে চলবে না, একথা জানার জন্য যখন কুরআনের স্মরণপন্ন হয় তখন এ "মুহকাম" আয়াতগুলোই তার পথ প্রদর্শন করে। স্বাভাবিকভাবেই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় এবং এগুলো থেকে উপকৃত হবার জন্য সে প্রচেষ্টা চালাতে থাকে।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমাদের চলার জন্য "মুহকামাত" আয়াতই যথেষ্ট। "মুহকামত" আয়াতের সংখ্যা কোরআন মজীদে অনেক বেশী। ভাল করে আমরা "মুহকামত" আয়াতগুলোর তেলাওয়াত ও অর্থ বুঝার চেষ্টা করি।

হে আল্লাহ, আমাদেরকে কুরআন বুঝার এবং সে মোতাবেক আমল করার তৌফিক দান কর ,এবং তোমার প্রেরিত রাসুলের (সঃ) সহীহ হাদীস,বুঝার, অনুধাবন করার,এবং জীবনে বাস্তবায়িত করার তৌফিক দান কর। আমরা তওবা করছি, আমাদের ভূল- ত্রুটি ক্ষমা করে দাও। আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ দান কর। আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।